228411 - কোন ইজতিহাদি মাসয়ালায় কউে যদি কোন আলমেরে তাকলিদ করে থাকনে সক্ষেত্রে তার আমল সহিহ; তাকে সে আমল পুনরায় আদায় করার নর্দিশে দয়ো হবে না; এমনকি পরবর্তীতে যদি তার কাছে প্রতপিন্ন হয় যে, অন্য মতটি অগ্রগণ্য; তবুও

প্রশ্ন

আমি একজন নারী। আমি আপনাদরে ওয়বে সাইটরে এক ফতোয়া থকেে জানতে পারলাম যে, শপথ ভঙ্গরে কাফফারা নগদ অর্থ দয়িে আদায় করলে সহিহ হবে না। এ ফতোয়া পড়ার আগে আমি কাফফারা আদায় করছে। ইতপিূর্বে আমি যে কাফফারাগুলো আদায় করছে সগেুলো কি নতুনভাবে আদায় করতে হবে? উল্লখ্যে, আমি কয়বার কাফফারা আদায় করছেলিাম সে সংখ্যা জানা নইে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

নগদ অর্থে কাফফারা আদায় করা এমন একটি ইজতিহাদি মাসয়ালা যে মাসয়ালায় আলমেগণ মতভদে করছেনে। ইতপিূর্বে 124274 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করা হয়ছে যে, এ মাসয়ালায় অগ্রগণ্য মত হলো, নগদ অর্থে কাফফারা আদায় করা জায়যে হবে না। এটা জমহুর আলমেরে অভমিত।

এ মাসয়ালায় ইমাম আবু হানফিা (রহঃ) মতভদে করছেনে; তনিি নগদ অর্থে কাফফারা আদায় করাকে জায়যে মত দয়িছেনে।

দুই:

যে সকল ইজতিহাদি মাসয়ালায় আলমেগণ মতভদে করছেনে সগেুলো হচ্ছে এমন মাসয়ালা যগেুলোর ক্ষত্রেে কুরআনরে কংিবা হাদসিরে অকাট্য কংিবা অকাট্যরে কাছাকাছি কোন দললি নইে। সব হচ্ছে, আলমেগণরে উদ্ভাবতি: অতএব, এমন বষিয়ে কউে যদি কোন একজন আলমেরে তাকলিদ করনে এতে কোন অসুবধিা নইে। পরবর্তীতে যদি তার কাছে প্রতীয়মান হয় যে, অপর মতটি অগ্রগণ্য তখন তার কাছে যটো অগ্রগণ্য প্রতীয়মান হয়ছে সে মত অনুযায়ী আমল করব। আর প্রথম অভমিতরে ভত্তিতিে যে আমল করা হয়ছে সটোও সহিহ এবং আদায় হসিবেে গণ্য, পুনরায় সটো আদায় করতে হবে না। এটি একটি সাধারণ মূলনীতি। এ ধরণরে অনকে মাসয়ালা রয়ছে।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলেন:

এ ধরণের ইজতিহাদপূর্ণ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কাউকে জোর করে বাধা দেয়া যাবে না। কারো এমন কোন অধিকার নেই যে, তিনি মানুষকে তার অনুসরণ করতে বাধ্য করবেন। বরং তিনি দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন। এর ভিত্তিতে যার কাছে দুইটি অভিমতের মধ্যে একটির বিশুদ্ধতা প্রতীয়মান হবে সে ঐ মতের অনুসরণ করবে। আর যে ব্যক্তি অপর কোন অভিমতের অনুসরণ করবে তাকে বাধা দেয়া যাবে না।[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩০/৮০)]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া একটি মাসয়ালা উল্লেখ করেছেন যে মাসয়ালায় ইমামগণ মতভেদ করেছেন: এর মাধ্যমে কি বিবাহ হারাম হবে; নাকি হবে না?

এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন: এ বিষয়ের প্রত্যেকটি অভিমতের পক্ষে অনেক আলেম রয়েছেন: যেমন ইমাম শাফেয়ি, এক বর্ণনা মতে ইমাম মালেক এটি বৈধ হওয়ার পক্ষে। আর ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আহমাদ, অপর এক বর্ণনা মতে ইমাম মালেক এটি হারাম হওয়ার পক্ষে।

এ ধরণের মাসয়ালার ক্ষেত্রে ব্যক্তি যদি কোন এক অভিমতের তাকলিদ করে তাহলে সেটা জায়েয হবে।[মাজমুউল ফাতাওয়া (৩২/১৪০)]

‘স্ত্রীর উপর যাতে তালাক না বর্তায়’ সেজন্য জনৈক আলেম একটি কৌশল গ্রহণের পক্ষে ফতোয়া দিয়েছেন সেটি ‘ইবনে জুরাইজের মাসয়ালা’ নামে প্রসিদ্ধ; এ সম্পর্কে শাইখুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: ইসলামে এ ধরণের ফতোয়া অভিনব। সাহাবায়ে কেরাম বা তাবেয়ীদের কেউ কিংবা চার ইমামের কেউ এ ধরণের ফতোয়া দেননি। এই ফতোয়া দিয়েছেন পরবর্তীকালের কিছু আলেম। জমহুর আলেম এর প্রতিবাদ করেছেন। তবে, এ মাসয়ালার ক্ষেত্রে কেউ যদি কারো তাকলিদ করে থাকে এবং পরবর্তীতে তওবা করে নেয় তাহলে আল্লাহ্ তার পূর্বকৃত গুনাহ মাফ করে দিবেন। সে তার স্ত্রীকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে হবে না; যদি সে তা’বলিকারী তথা পরোক্ষ অর্থগ্রহণকারী হয়ে থাকে।[সমাপ্ত, মাজমুউল ফাতাওয়া (৩৩/২৪৪)]

শাইখুল ইসলামকে এমন একটি লেনদেন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে লেনদেনকে মানুষ সুদ খাওয়ার জন্য একটি কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে তখন তিনি এ লেনদেনে হারাম হওয়ার ব্যাপারে দলিল প্রমাণ উপস্থাপন করার পর বলেন: কেউ যদি এমন কোন লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে যে লেনদেনগুলোর ব্যাপারে উম্মতের আলেমগণ মতভেদ করেছেন যেমন জিজ্ঞাসিত মাসয়ালাটি ও এ জাতীয় অন্যান্য মাসয়ালা যদি তিনি এ ক্ষেত্রে তা’বলিকারী (পরোক্ষ অর্থ গ্রহণকারী) হন এবং ইজতিহাদের কারণে কিংবা কোন আলেমের তাকলিদ করার কারণে অথবা কোন আলেমের অনুকরণে কেউ যদি এটাকে জায়েয বিশ্বাস করেন নতুবা তাকে কোন কোন আলেম জায়েয হওয়া মর্মে ফতোয়া দিয়েছেন ইত্যাদি তাহলে অর্জিত এ সম্পদগুলো বর্জন করা তাদের উপর আবশ্যক নয়। এমনকি পরবর্তীতে যদি তাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, তাদের গৃহীত

রায় ভুল ছলি, যনিি ফতোয়া দয়িছেনে তনিি ভুল করছেনে তদুপরওি। কারণ তারা একটি ব্যাখ্যার পরপ্রিক্ষেতিে সে সম্পদগুলো গ্রহণ করছেলি। কন্তিু, তাদরে কর্তব্য হচ্ছে তারা যদি সঠকি ইলম শুনতে পায় তাহলে এ সকল সুদী কারবার থকেে তওবা করা...”[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৯/৪৪৩-৪৪৫)]

যে ব্যক্তি এসব কারবার হারাম মর্মে জাননে তার উচতি সটো মান্য করা। যারা এসব কারবার জায়যে হওয়া মর্মে ফতোয়া দনে তাদরে তাকলদি না করা। তবে তা’বলি (পরোক্ষ অর্থ) এর উপর ভত্তিি করে এসব কারবাররে মাধ্যমে যসেব সম্পদ অর্জতি হয়ছেে সসেব সম্পদ সদকা করে দয়ো আবশ্যক হবে না। বরং সগেুলোর উপর তার মালকিানা সহহি।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কে এমন ব্যক্তি সম্পর্কে জজ্ঞিসে করা হয় যনিি নগদ অর্থে সাদাকাতুল ফতির আদায় করনে জবাবে তনিি বলনে: সদকাতুল ফতির নগদ অর্থে আদায় করা ভুল; এভাবে আদায় করলে তা পরশিোধ হবে না। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি এমন কোন আমল করে যে আমলরে ব্যাপারে আমাদরে অনুমোদন নইে সটো প্রত্যাখ্যাত”। সহহি বুখারী ও অন্যান্য গ্রন্থে ইবনে উমর (রাঃ) থকেে সাব্যস্ত হয়ছেে য, “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদাকাতুল ফতির বা ফতিরা ফরজ করছেনে: এক সা’ পরমিাণ খজেুর কংিবা যব।”[ফরয করার মানে হচ্ছে- যা পালন করা অকাট্যভাবে আবশ্যকীয়।

কন্তিু, কছিু কছিু আলমে নগদ অর্থে ফতিরা আদায় করা জায়যে হওয়ার পক্ষে অভমিত দয়িছেনে। তাই যে ব্যক্তি এ ধরণরে মতাবলম্বী কোন আলমেরে তাকলদি করে সদকাতুল ফতির আদায় করনে তাহলে সটো আদায় হয়ে যাব; যদি তনিি এ মাসয়ালায় হক কোনটা সটো না জাননে।

আর যে ব্যক্তি জনেছেনে য, অবশ্যই খাদ্য দয়িে ফতিরা আদায় করতে হব; কন্তিু তনিি আদায় করা সহজ বধিায় নগদ অর্থ দয়িে ফতিরা পরশিোধ করছেনে সক্ষেত্রে তার ফতিরা আদায় হবে না।[নূরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (২/১০) থকেে সংকলতি]

এই আলোচনার ভত্তিতিে বলা যায়, আপনি নগদ অর্থে যে শপথরে কাফফারা আদায় করছেনে সটো আদায় হয়ে গছে। সসেব কাফফারা আপনাকে পুনরায় আদায় করতে হবে না। তব, পরবর্তীতে আপনি যদি কোন কাফফারা আদায় করনে সক্ষেত্রে খাদ্য দয়িে কাফফারা আদায় করা আবশ্যক হব।

আল্লাহ্ই ভাল জাননে।